সংবাদ পরিষেবা
নভেম্বর - ২০১৭

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

অন্যরকম নোবেল

২৩/৩১

কলিন গনজালভেজ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি। আইন পড়ার সময় থেকেই গরিব বাস্তুহারা মানুষদের অধিকার নিয়ে কাজ করতেন। আইন পাশ করার পর একাজে সুবিধা হল অনেক বেশি। আইনের মাধ্যমেই আইনসভা, প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থার অন্দরে ঢুকে বের করে নিয়ে আসেন সুবিচার। বহু মানুষ, বিশেষ করে, এই কাজে উপকৃত হয় পিছিয়ে থাকা মানুষেরা। শুধু বাস্তুহারারাই নয়। তার কাছে আইনী সহায়তার জন্য আসে সব ধরনের বঞ্চিত মানুষজন। প্রচার বিমুখ কলিন গনজালভেজ পেলেন রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার, যাকে নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য মনে করে অন্যরকম নোবেলও বলা হয়।

খাদির কদর

২৩/৩২

হাতে কাটা সুতা থেকে তাঁত বুনে প্রস্তুত করা হয় খদ্দর। প্রচলিত বিভিন্ন তাঁতে - বোনা কাপড়ের সাথে এখানেই এর বড় পার্থক্য। আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের মিশেল ঘটে খাদি কাপড়ে। কিছুদিন আগে অবধিও মেশিনে তৈরি সুতোর কাপড়ের ভিড়ে খাদি হারিয়েই যেতে বসেছিল। কিন্তু এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফ্যাশন ডিজাইনাররা মনে করছেন, এ ধরনের পরিবেশবান্ধব কাপড়কে জনপ্রিয় করার সময় এসেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে পোষাকের ক্ষেত্রে খাদির মাধ্যমে নিজেদের শিকড়ের কাছে ফিরে যেতে পারে, ডিজাইনাররা সেরকমই পোষাক তৈরি করছেন।

জলবায়ু বদল ঃ ভারত এগিয়ে

২৩/৩৩

জলবায়ু বদল রোধ কয়েকটি দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন বিশ্বের প্রতিটি দেশের উদ্যোগ এবং সহযোগিতা। সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হল, প্রতিবছর মোট জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা এখনও কার্বনভিত্তিক উৎসের উপর ৮৫ ভাগ নির্ভরশীল। তবে এর মধ্যেও যে দেশগুলি বিকল্প জ্বালানি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে সেই দেশগুলি হল ডেনমার্ক, চিন, ফ্রান্স, সুইডেন এবং ভারত।

বিশ্বে সবচেয়ে জলবায়ুবান্ধব দেশ বলা হয় ডেনমার্ককে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধের সবচেয়ে কার্যকর নীতি বলা হয় কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার। দেশটি ঠিক করেছে তারা ২০৫০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করবে। একাজ তারা ভালোভাবেই করছে। চিন বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করছে, তা চোখে পড়ার মতো। বিশ্বে সৌরশক্তি ব্যবহারের অন্যতম দেশ হিসেবে পরিচিত চিন। আন্তর্জাতিক শক্তি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে দেশটি ৩৪ গিগাওয়াটেরও বেশি সৌরশক্তি ব্যবহার করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দ্বিগুণ। প্যারিস

চুক্তি রূপায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অগ্রণী ফ্রান্স। ২০৫০ সালের মধ্যে দেশটি কার্বন নিঃসরণ ৭৫ শতাংশ কমিয়ে ফেলার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। এরই মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে ফেলেছে তারা।

২০৪৫ সালের মধ্যে সব ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার ব্যাপারে একটি আইন পাস করেছে সুইডেন সরকার। দেশটির অর্ধেকের বেশি জ্বালানি নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা। ভারতে প্রচুর জ্বালানির চাহিদা রয়েছে। সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের নীতি ঠিক করেছে। ভারত ক্রমেই সৌরশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্ব বাজারে তৃতীয় স্থানে উঠে আসছে। ভারতে বর্তমানে কয়লার চেয়েও সৌরশক্তি সস্তা।

সিনেমায় জলবায়ু বদল

২৩/৩৪

চলচ্চিত্রে ক্লাই-ফাই বা ক্লাইমেট ফিকশন দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বেশিরভাগ চলচ্চিত্রেই দেখানো হয় ভবিষ্যতের পৃথিবীতে কী ঘটতে চলেছে এবং নায়ক কীভাবে বিশ্বকে রক্ষা করছে। এরকম কয়েকটি ছবির মধ্যে একটি হল 'বিস্টস অফ দ্য সাউদার্ন ওয়াইল্ড'। কবিতা আর রাজনীতির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনকে দেখিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে সিনেমাটি। ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা আঘাত হানার পর ৬ বছরের হাসপাপি'র জীবনে কী ঘটে সেটাই চলচ্চিত্রের পটভূমি। 'ওয়াটার ওয়ার্ল্ড' নামের সিনেমাটিতে ভবিষ্যতের পৃথিবী দেখানো হয়েছে, যেখানে মেরু অঞ্চলের বরফ পুরোপুরি গলে গিয়ে পৃথিবী জুড়ে বন্যা দেখা দিয়েছে। বেঁচে থাকা মানুষেরা স্থলভূমির খোঁজে শেষে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছে যায়।

জিওস্টর্ম নামের একটি ঝড়ের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছে একজন নভোচর। এই চলচ্চিত্রের নামও 'জিওস্টর্ম'। এ বছর ডিসেম্বরে 'ডাউনসাইজিং' নামে একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেতে যাচ্ছে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তা হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ২০০৬ সালে আল গোরের অস্কার জয়ী তথ্যচিত্র 'অ্যান ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ'-এ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে একটা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। এই নতুন সংস্করণে তুলে ধরা হয়েছে ২০০৬ এর পর থেকে পৃথিবীতে কী কী প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে।

২০০৪ সালে রোনাল্ড এমেরিশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে নির্মিত 'দ্য ডে আফটার টুমরো' চলচ্চিত্রটিকে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রথম সফল চলচ্চিত্র হিসেবে মনে করা হয়। ছবিতে দেখানো হয়, উত্তর আটলান্টিক সাগরে ঘূর্ণির কারণে নিউইয়র্ক সিটি বরফে ঢেকে যায় এবং একটি নতুন বরফ যুগের সূচনা হয়। 'দ্য ডে আফটার টুমরো'র পরিচালক ২০০৮ সালে আবারও '২০১২ নামে' প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে একটি ছবি করেন। এখানে দেখানো হয়েছে এক ঔপনাসিক বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে কীভাবে তার পরিবারকে বাঁচায়। 'বিফোর দ্য ফ্লাড' নামের ন্যাশনাল জিওগ্রাফি এই তথ্যচিত্রে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও দেখান, কী পদক্ষেপ নিলে এবং মানুষের কোন অভ্যাসগুলি বদলালে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করা যেতে পারে।

অ্যান্টিবায়োটিকের অভাব

২৩/৩৫

সম্ভাব্য রোগের প্রার্দুভাব এড়ানোর জন্য চাষি এবং খাদ্য শিল্পের উচিত স্বাস্থ্যবান পশুপাখিদের ওপর অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ বন্ধ করা। পশুপাখিদের বৃদ্ধির জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি একটি নির্দেশনামা প্রকাশ করেছে। এখানে বলা হয়েছে, মানুষ এবং পশুপাখির ওপর অতিমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার, এর কার্য্যকারিতা ক্রমশই নষ্ট করে দিচ্ছে। মানবদেহে গুরুতর সংক্রমণ ঘটায় এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া, ইতিমধ্যেই অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এই প্রবণতাকে উল্টে দেওয়া যে সম্ভব হবে তেমন সম্ভাবনাও খুবই কম বলে সংস্থা মনে করছে। কার্য্যকর অ্যান্টিবায়েটিকের অভাব মারাত্মক রোগব্যাধির মোকাবিলার ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

চরম অপুষ্ট রোহিঙ্গা শিশু

২৩/৩৬

মায়ানমারের রোহিঙ্গা শিশুরা চরম অপুষ্টির শিকার। শরণার্থী হওয়ার পর থেকে এই সংকট দ্বিগুণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে ইউনিসেফ। বর্তমানে মায়ানমারের থেকে আসা শরণার্থীর সংখ্যা আট লাখ ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে ইউনিসেফ, এখনও অবধি দুহাজারেরও বেশি শিশুকে অপুষ্টিজনিত সমস্যার চিকিৎসা করতে পেরেছে। যদিও মোট শরণার্থী শিশুদের মধ্যে এই সংখ্যা খুবই নগন্য। আর শিবিরে যারা আছে এবং প্রতিদিন যে নতুন শিশুরা আসছে, তাদের অনেকেরই মৃত্যু আসন্ন। শিবিরগুলিতে পরিস্কার জল এবং খাবারের চাহিদাই পূরণ করা যাচ্ছে না।

ইউনিসেফের মতে, শিশুদেরকে যে অবস্থায় আসতে দেখা যাচ্ছে তা খুবই উদ্বেগজনক। তাদের ওপর পুষ্টি বিষয়ক পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে, এই শরণার্থী শিশুদের মারাত্মক পুষ্টিহীনতা আছে আর তা বাড়ছে দ্রুত।

নতুন রেকর্ড কার্বন ডাই অক্সাইডের

২৩/৩৭

রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ২০১৬ সালে বিশ্বে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা নতুন রেকর্ডে পৌঁছেছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা, ওর্য়াল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (ডব্লুএমও), জেনেভায় তার বার্ষিক গ্রিনহাউস গ্যাস বিষয়ক বুলেটিনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫ সালে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা যেখানে চারশো (পার্টিকেলস বা পার্টস পার মিলিয়ন) পিপিএম ছিল তা ২০১৬ সালে ৪০৩.৩ এ পৌঁছেছে। ডব্লুএমও ২০১৬ সাল শেষ হওয়ার পর থেকেই এই কথা বলছিল। ২০১৭ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত গ্রিনহাউস গ্যাস বুলেটিনের প্রতিবেদন তাতে সিলমোহর দিল।

গৃহহারা

২৩/৩৮

ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঘড় এবং অন্যান্য আকস্মিক দূর্যোগে বছরে এক কোটি চল্লিশ লাখ লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় এবং আগামীতে এই সংখ্যা আরো বাড়বে। দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক সংস্থা ইউএনআইএসডিআর বলছে, এসব ঝুঁকির মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে বন্যা, যার কারণে বাস্তুচ্যুতি ঘটে। এই ঝুঁকি আরো বাড়বে। সংস্থাটি এক নতুন রিপোর্টে বলেছে, সরকারগুলি যদি আরো নিরাপদ এবং কম খরচে ঘর তৈরির কর্মসূচি নিতে পারে, তবে দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব। তাদের বক্তব্য, দূর্যোগে উন্নত এবং বিকাশশীল উভয় দেশেরই ক্ষতি হতে পারে। কিছুদিন আগে আটলান্টিক সাগরের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে যে প্রাণহানি ঘটেছে সেগুলি ছাড়াও, শুধু যুক্তরাষ্ট্রেরই এই ঝড়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ত্রিশ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি।

তাদের কথায়, সমুদ্র উপকূলবর্তী ক্যারিবীয় ক্ষুদ্র দ্বীপ রাজ্য, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলিতে দূর্যোগের হার অনেক বেশি। ফলে গৃহহীনের সংখ্যাও বেশি। এদের নিরাপদ ঘর তৈরির কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে এবং পুর্নবাসনের বিষয়ে সতর্কতা অনুসরণ করতে হবে। ভবিষ্যতে ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমনসহ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি রোধের বিষয়ক নীতিসমূহকে অগ্রাধিকার না দিলে, আরো বেশি লোক গৃহহারা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইউএনআইএসডিআর।

যৌন হিংসা ঃ নির্বিকার পুলিশ

২৩/৩৯

ভারতে যে নারীরা ধর্ষণ বা যৌন হিংসার শিকার, তারা সাম্প্রতিককালে তাদের ওপর ঘটা নির্যাতন নিয়ে আরো বেশি করে মুখ খুলছেন ঠিকই - কিন্তু দেশের ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম তাদের জন্য আদৌ সুবিচার নিশ্চিত করতে পারছে না বলেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অভিমত। ওই সংস্থার প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে ধর্ষিতা নারীর ঘাড়েই যাবতীয় দোষ চাপানোর সংস্কৃতি এখনও প্রবল। আর তাই, তার প্রতিকার এখনও তাদের নাগালের বাইরে। এই রিপোর্ট প্রকাশের সময় উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নির্যাতিত নারীরা। তারা তাদের কথাও সবার সামনে তুলে ধরেন।

রিপোর্টটিতে আরো বলা হয়েছে, ভারতে নির্যাতন নীরবে সয়ে যাওয়ার রেওয়াজ কিছুটা হয়তো বন্ধ হয়েছে - কিন্তু পুলিশ বা তদন্তকারী সংস্থা, স্বাস্থ্যবিভাগ, আইনবিভাগ, কেউই সেই নির্যাতিতের সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। এছাড়া ফরেনসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ, ভিক্টিমের সাইকো- সোশ্যাল বা লিগ্যাল কাউন্সেলিং-এগুলি দুচারটে বড় শহরের বাইরে অধরাই থেকে যাচ্ছে। যৌন হিংসার বেশিরভাগ ঘটনায় নির্যাতনকারীরা হয় নির্যাতিতের পরিচিত। এসব ক্ষেত্রে পুলিশ বলে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া ছিল। ফলে এমনভাবে কেস তৈরি করা হয় যাতে নির্যাতিতের সুবিচার পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। সময়মত প্রমাণ সংগ্রহের ব্যবস্থা না করে, নিজেদের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যও চাপও দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

রোগ চিনি

২৩/৪০

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লুএইচও বলছে যে বিশ্বে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি লোক ডায়াবেটিস রোগে ভুগছে। আর বছরে অন্তত চৌত্রিশ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটছে এই রোগে। এসব মৃত্যুর আশি শতাংশই ঘটছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। তাদের মতে, ২০৩০ সাল

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

নাগাদ বিশ্বে বছরে ডায়াবেটিসজনিত মৃত্যুর সংখ্যা হবে ৫৬ কোটি। এই রোগের কয়েকটি কারণ হল, মদ্যপান, ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণ এবং কায়িক পরিশ্রমের অনীহা।

শক্তিযোগ ২৩/৪১

বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে, অপ্রচলিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে কয়লা এবং গ্যাসভিত্তিক শিল্পের ভরতুকি প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংস্থার (ইউএনইপি'র) প্রধান ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশের সময়ে একথা বলেছেন।

ইউএনইপি'র বক্তব্য, জীবাশ্ম জ্বালানি তা সে গ্যাস, তেল কিম্বা কয়লাই হোক তাতে ভরতুকি বন্ধ করতেই হবে। আর সৌর, বায়ু, ভূতাপ, জল এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য উৎসাহ দিতে হবে। ইউএনইপি'র প্রধানের মতে, ২০১৫ সালে প্যারিসে সদস্য রাষ্ট্রগুলি যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তার সুরক্ষায় অনেক জোরালো ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি সবকটিই যদি রাষ্ট্রগুলি নেয়, তা হলেও বর্তমান শতাব্দীর শেষে বিশ্বের তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাবে। আর সেজন্যই পরিবেশমুখী অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

ন তু ন | ব ই

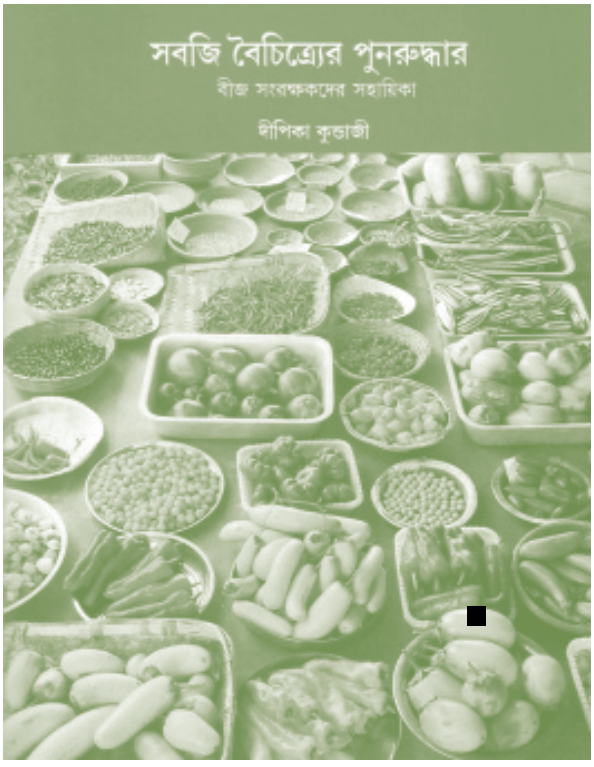

বইটির মূল বিষয় প্রথাগত উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে দেশজ সবজি বৈচিত্র পুনরুদ্ধার এবং তার বাস্তবসম্মত সংরক্ষণ। বৈচিত্রময় দেশজ সবজির সম্ভার মানুষের কাছে তুলে ধরাই বইটির উদ্দেশ্য। বীজ উৎপাদনের মূল তত্ত্ব, ভালো বীজ কী, কেন বীজের বিশুদ্ধতা রাখা জরুরি — এই নিয়েই আলোচনা রয়েছে এখানে। চলিত রাসায়নিক কৃষি-ব্যবস্থায় দেশজ বীজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না, এখানে দেশজ বীজেই প্রধানত জোর পড়েছে। নানা ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, কীভাবে কত সহজে বীজ উৎপাদন করা যায়। কয়েকটি বহুল প্রচলিত সবজি যেমন ঢ্যাঁড়শ, বেগুন, টমেটো, লংকা ও লাউ - কুমড়োর বিশুদ্ধ বীজ তৈরি প্রক্রিয়া পাওয়া যাবে এখানে।

৮.২৫ X ৫.৫ ডাবল ডিমাই।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ৬০ পাতা ।। ৪০টি রঙিন আর্টপ্লেট ।। ১০০ টাকা

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু